কর্মসংস্থান ব্যাংক
(রাষ্ট্র মালিকানাধীন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

বেকার যুবদের বিশ্বস্ত বন্ধু

রেমিট্যান্স সেল, আইটি বিভাগ

সূত্র নং-৫৩.১৭.০০০০.০৭০.০৫.০০৮.১৭-০৩(২৮৩) তারিখ : ১১.০৭.২০১৯

সকল শাখা ব্যবস্থাপক/
সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/
সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়
কর্মসংস্থান ব্যাংক।

বিষয় : ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের ফরেন রেমিট্যান্স পরিশোধের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।

প্রিয় মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে অবস্থানরত তাঁদের আত্মীয়-স্বজন/পরিচিতজনদের নিকট নির্বিঘ্নে ও দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এনসিসি ব্যাংকের সাব-এজেন্ট হিসেবে কর্মসংস্থান ব্যাংকে ০৭.০৩.২০১৭ তারিখ হতে ফরেন রেমিট্যান্স ডেলিভারী কার্যক্রম শুরু হয়। সরকারী এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করায় দেশে-বিদেশে ব্যাংকের প্রচার, সুনাম ও পরিচিতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে কর্মসংস্থান ব্যাংক ১৮টি Money Transfer Operator (MTO) এর রেমিট্যান্স পরিশোধ করতে পারে। এ সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এর মধ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংকের রেমিট্যান্স সেলের ID এর মাধ্যমে ১৩টি (রিয়া, ট্রান্সফাস্ট, মার্চেন্ট্রেড, প্লাসিড, প্রভু, ফার্স্ট সিকিউরিটি, NEC Italy, NEC UK, ডব্লিউএস ইন্সট্যান্ট ক্যাশ, ম্যাক্স, সিগে, আইএমই ও ইন্সট্যান্ট ক্যাশ) MTO এর রেমিট্যান্স পরিশোধ করা হয়। অবশিষ্ট ০৫টি (মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ANB, আল মিরকাব ও এক্সপ্রেস মানি) MTO এর রেমিট্যান্স এনসিসি ব্যাংকের ID এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।

০৪। শাখার রেমিট্যান্স পরিশোধ কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের **দক্ষতা ও তৎপরতা** এবং/অথবা **এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক প্রবাসী থাকা** এর উপর শাখার রেমিট্যান্স পরিশোধ সংখ্যা নির্ভর করে। যেমন - মেলান্দহ শাখা ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের ৪ মাসে গড়ে ৫৭টি, ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের ১২ মাসে গড়ে ২৮টি এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের ১২ মাসে গড়ে প্রায় ০১টি করে রেমিট্যান্স পরিশোধ করেছে। এখানে ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে শাখার রেমিট্যান্স পরিশোধ কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের **দক্ষতা ও তৎপরতা** এবং **এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক প্রবাসী থাকা** এর কারণে মেলান্দহ শাখা প্রচুর পরিমাণে রেমিট্যান্স পরিশোধ করেছে। পক্ষান্তরে **এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক প্রবাসী থাকা** সত্ত্বেও শাখার রেমিট্যান্স পরিশোধ কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্বে **অদক্ষতা ও তৎপরহীনতা** জনিত কারণে ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে মেলান্দহ শাখায় আশঙ্কাজনক হারে রেমিট্যান্স পরিশোধ হ্রাস পেয়েছে। তাই **এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক প্রবাসী** থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং করা হলে সকল শাখার পক্ষেই মাসে কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫টি করে রেমিট্যান্স পরিশোধ করা সম্ভব।

০৩। রেমিট্যান্স সেল গঠনকালে প্রতিমাসে ২২ কার্যদিবস বিবেচনায় প্রতি শাখার রেমিট্যান্স পরিশোধের সংখ্যা ২২টি ধরা হলেও ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে শাখাসমূহকে মাসে কমপক্ষে ২০ (বিশ)টি করে রেমিট্যান্স পরিশোধের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। উক্ত অর্থ-বছরে ০৫টি শাখার সর্বোচ্চ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার হচ্ছে, যথাক্রমে মতলব শাখা ৫৫%, মাদারগঞ্জ শাখা ৪২%, ব্রাহ্মণপাড়া শাখা ৩৯%, ফরিদপুর (পাবনা) শাখা ২৯% এবং হবিগঞ্জ শাখা ২৬%। অর্থাৎ ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে কোন শাখাই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। তাই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সুবিধার্থে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে মাসে কমপক্ষে ১৫ (পনের)টি করে রেমিট্যান্স পরিশোধের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলো।

০৫। এমতাবস্থায়, রেমিট্যান্স পরিশোধের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেয়া হলো :

ক) ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে প্রতি শাখাকে মাসে কমপক্ষে ১৫ (পনের)টি করে ফরেন রেমিট্যান্স পরিশোধ করত হবে।